ত্রৈমাসিক
তথ্য সাময়িকী
২০১৬ জানুয়ারি-মার্চ ১৪২২ পৌষ-ফাল্গুন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন
পিকেএসএফ

সূচি

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন ১
সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন ২-৩
কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি)-এর কার্যক্রম ৪
সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি ৫
সংযোগ কর্মসূচি ৬
ইউপিপি-উজ্জীবিত কার্যক্রম ৭
SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম ৭
PACE প্রকল্পের কার্যক্রম ৮
সমঝোতা স্মারক ৮
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৯-১০
পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র ১১
প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক কর্মসূচি ১২

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ২৯ মার্চ ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ অডিটোরিয়ামে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের মূল বিষয় ছিল টেকসই উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন। এবারে নারী দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল, ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীর নারী-পুরুষের অনুপাত হবে সমানে সমান (৫০-৫০): জেন্ডার সমতার জন্য এগিয়ে চল (Planet 50-50 by 2030: Step it up for gender equality)। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস)-এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো এবং পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদের সদস্য ড. নাজনীন আহমেদ। পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। সেমিনারে পিকেএসএফ-এর ১৫০টি সহযোগী সংস্থার নারী প্রতিনিধি, পিকেএসএফ-এর সকল নারী কর্মকর্তাসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম। তিনি বলেন, বাংলাদেশে বিগত প্রায় দুই যুগ ধরে নারী সরকারপ্রধান থাকায় বেশ কিছু নারীবান্ধব নীতি প্রণীত হয়েছে।

ড. নাজনীন তাঁর প্রবন্ধে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারী-পুরুষের বৈষম্য নিয়ে আলোকপাত করেন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি জানান, বাংলাদেশ সরকার নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি অ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ করেছে।

পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদের সদস্য অধ্যাপক শফি আহমেদ বলেন, অনেক নারী পরোক্ষভাবে তো বটেই প্রত্যক্ষভাবেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের অবদান ও ত্যাগ জাতিকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হবে। পাঠ্যপুস্তক, গণমাধ্যম ও পরিবারে নারীদের সম্পর্কে ধ্যানধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দরকার। নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নারীর অধিকারের বিষয়ে শিশুদের অবহিত করতে হবে।

সেমিনারে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) ড. নাসরীন আহমাদ। তিনি টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য নারীর নানামুখী ভূমিকা উলেখ করে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বিগত ৪৫ বছরে নারীদের দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে। এর পেছনে প্রধান নিয়ামক হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাই নারীর ক্ষমতায়নের সর্বপ্রধান অনুষঙ্গ।

সেমিনারে মুক্ত আলোচনা পর্বে পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ সদস্য জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ এবং সাধারণ পর্ষদ সদস্য জনাব মুন্সি ফয়েজ আহমেদ এবং সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে নারীদের কার্যকর ক্ষমতায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা উত্থাপন করা হয়।

সেমিনারের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সমাপনী বক্তব্যে সম্প্রতি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী সোহাগী জাহান তনুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের দ্রুত সুষ্ঠু বিচার এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করার জোর দাবি জানান। তিনি বলেন, সকলকে নিয়ে উন্নয়ন করতে হবে, কাউকে বাদ দিয়ে নয়, এবং নারীরা যাতে উদ্যোক্তা হতে পারেন সে বিষয়ে পিকেএসএফ বিরতিহীনভাবে কাজ করছে।

পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী

পলী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন
ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮৮০-২-৯১২৬২৪০-৩
৮৮০-২-৯১৪০০৫৬-৯
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
ই-মেইল : pksf@pksf-bd.org
ওয়েব : www.pksf-bd.org

সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন

- বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০১৬ পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ দিনাজপুর জেলাধীন সহযোগী সংস্থা **মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র (এমবিএসকে)** পরিদর্শন করেন। ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। সভাপতি মহোদয় ৩০ জানুয়ারি **এমবিএসকে**-এর **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় ৩টি **সমৃদ্ধ বাড়ি** পরিদর্শন, **সমৃদ্ধি কেন্দ্রের** ফলক উন্মোচন, স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিদর্শন এবং সংস্থা আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

- ৩১ জানুয়ারি তিনি রংপুরের সহযোগী সংস্থা **আরডিআরএস বাংলাদেশ** আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিদর্শন এবং অতিদরিদ্রদের মাঝে স্যানিটারি রিং ও স্লাব বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। একই দিনে তিনি পঞ্চগড়ের **কাজী শাহেদ ফাউন্ডেশন**-এর তেঁতুলিয়াস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে **সংযোগ** কর্মসূচির আওতায় গাভী পালন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন ও গাভী পালন খামারি পরিদর্শন এবং সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন।

- ০১ ফেব্রুয়ারি তিনি ঠাকুরগাঁওয়ের সহযোগী সংস্থা **ইএসডিও** আয়োজিত **সমৃদ্ধি** মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। তিনি **ইএসডিও লোকায়ন** জাদুঘরে নদী গ্যালারী উদ্বোধন করেন এবং পিঠা উৎসবে স্টল পরিদর্শন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। তিনি লিফ্‌ট প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত ছাগলের ব্রিডিং ফার্মের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি **ইএসডিও শিশু ও কমিউনিটি হাসপাতাল** পরিদর্শন করেন।

- ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ নওগাঁ জেলার সহযোগী সংস্থা **বেডো**-এর **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। তিনি **বেডো** কর্তৃক আয়োজিত উন্নয়ন মেলা ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ও সংস্থার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন করেন।

- ২৯ ফেব্রুয়ারি তিনি বিভিন্ন ইউনিয়নে চলমান **সমৃদ্ধি** কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি কয়েকজন অতিদরিদ্র পরিবারের উদ্যমী সদস্যের (যাঁরা ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত ছিলেন) আয়বৃদ্ধিমূলক ও পুনর্বাসন কার্যক্রম দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এরপর সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত একটি স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিদর্শন করেন ও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

- ০১ মার্চ তিনি বগুড়া জেলার সহযোগী সংস্থা **গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)**-এর একটি বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প পরিদর্শন ও জনসমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। তিনি পুনর্বাসিত ১০ জন উদ্যমী সদস্যের সাথে মতবিনিময় করেন এবং সংস্থার ডেইরী-কাম-ব্রিডিং ফার্ম পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং সংস্থার নির্বাহী কমিটি ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। তিনি তাপসী রাবেয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে **আলোকিত মানুষের সাথে কিছুক্ষণ** অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন।

- ১৯ মার্চ ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ সভাপতি যশোর শিল্পকলা একাডেমিতে **জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন**-এর **কমিউনিটি স্কুল প্রোগ্রাম ও চিল্ড্রেনস হ্যাভেন** কর্মসূচির শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

- ২১-২২ মার্চ ২০১৬ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং ড. মোঃ জসীম উদ্দিন সুনামগঞ্জস্থ বহিঃসংস্থা **বাংলাদেশ ফিমেল একাডেমী** এবং সহযোগী সংস্থা **পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র** কর্তৃক আয়োজিত শিশু মেলা, স্বাস্থ্য ক্যাম্প উদ্বোধন ও সুধী সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। পিকেএসএফ সভাপতি তাঁর বক্তব্যে এলাকার বিত্তবানদেরকে ভিক্ষুক পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়ার আহবান জানান। এরপর তিনি **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। তিনি সুরমা ইউনিয়নের নলুয়া গ্রামে ০১টি **সমৃদ্ধ বাড়ি**ও পরিদর্শন করেন।

- ২৭ মার্চ ২০১৬ তারিখে সহযোগী সংস্থা **দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র** আয়োজিত নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিভুক্ত শিশু শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং স্থানীয় শিশু ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিল্পীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ প্রধান অতিথি এবং জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ সময়ে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধসম্পন্ন জাতি গঠন এবং শিশু-কিশোরদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে এ ধরনের প্রয়াস অব্যাহত রাখার জন্য প্রধান অতিথি স্থানীয় জন প্রতিনিধি ও স্থানীয় অধিবাসীদের অনুরোধ জানান।

• ২৮ মার্চ তিনি **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিভুক্ত স্ট্যাটিক ক্লিনিক ও একটি সমিতি, একটি **সমৃদ্ধ বাড়ি** ও পুনর্বাসিত একজন উদ্যমী সদস্যের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং সেবা গ্রহীতাদের সাথে বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে এবং স্থানীয় পর্যায়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

• ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বিগত ২৩ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে ফরিদপুরের সহযোগী সংস্থা **পল্লী প্রগতি সহায়ক সমিতি (পিপিএসএস)**-র মহাসম্মেলনে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে জনাব গোলাম তৌহিদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

• পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে চট্টগ্রাম বিভাগে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী ৯টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি হাটহাজারী উপজেলাধীন মেখল ইউনিয়নে সহযোগী সংস্থা **ঘাসফুল** কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি পরিদর্শন করেন এবং স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি ৫ জন পুনর্বাসিত সদস্যের সাথে আলোচনা করেন। তিনি মেখল ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে **সমৃদ্ধি কেন্দ্র** স্থাপন ও **সমৃদ্ধ বাড়ি** নির্মাণ কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান তাঁর সাথে ছিলেন।

• ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহযোগী সংস্থা **সেবা নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র** পরিদর্শন করেন। তিনি ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কবি নজরুলের 'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান' কবিতাটির কয়েকটি পঙক্তি আবৃত্তি করেন। তিনি রানা প্লাজা ভবন ধ্বসে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সন্তানদের জন্য সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত শিশু পরিচর্যা প্রকল্প **সূর্যকণা**র শিক্ষার্থীদের দলীয় সঙ্গীত ও নৃত্য উপভোগ করেন।

• ১০ মার্চ ২০১৬ তারিখে জনাব মোঃ আবদুল করিম এবং ড. মোঃ জসীম উদ্দিন সিলেটের সহযোগী সংস্থা **ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ**-এর **সমৃদ্ধি**ভুক্ত কার্যক্রম ও বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। চক্ষু-ক্যাম্পে ২২৭ জনকে সেবা প্রদান ও ৩০ জনকে ছানী অপারেশনের জন্য নির্বাচন করা হয়। এছাড়া সংস্থার পুনর্বাসিত ২ জন উদ্যমী সদস্যদের মাঝে গাভী, মুদি দোকানের মালপত্রসহ চুক্তিপত্র হস্তান্তর করা হয়। তাঁরা ১টি শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

• ১১ মার্চ সিলেট বিভাগের ৭টি সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে ব্যবস্থাপনা পরিচালক একটি মতবিনিময় সভায় যোগ দেন। তিনি চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে পিকেএসএফ কার্যক্রম আরো গতিশীল ও কার্যকর বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন।

• জনাব মোঃ ফজলুল কাদের ৪ মার্চ ২০১৬ সিরাজগঞ্জস্থ সহযোগী সংস্থা **উত্তরা ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সোসাইটি (UDPS)** এবং বগুড়াস্থ সহযোগী সংস্থা **টিএমএসএস** পরিদর্শন করেন। তিনি UDPS-এর শাহজাদপুর কর্মএলাকার ডেইরি খামার প্রকল্প, গাভী পালন প্রকল্পসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। ৫ মার্চ তিনি SEIP প্রকল্পের আওতায় **টিএমএসএস** কর্তৃক আয়োজিত আউটসোর্সিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তিনি উপযুক্ত প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন ও গুণগত মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ বিষয়ে আলোচনা করেন।

• ৭ মার্চ ২০১৬ তারিখে কিশোরগঞ্জ জেলার সহযোগী সংস্থা **পিপলস্ ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)** কর্তৃক ২০টি **সমৃদ্ধি** কেন্দ্রের ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে **বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা** আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের। তিনি **অসচ্ছল প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন** শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় গজারিয়া ইউনিয়নভুক্ত প্রবীণদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়নভুক্ত পরিবারদের মধ্যে বিনামূল্যে স্যানিটেশন সামগ্রী বিতরণী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। তিনি সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় পরিবারদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্যে একটি প্যাথলজি সেন্টার উদ্বোধন করেন।

• উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের বিগত ১৮ ও ১৯ মার্চ ২০১৬ ঢাকাস্থ সহযোগী সংস্থা **বাসা** পরিদর্শন করেন। তিনি PACE প্রকল্পের ভ্যালু চেইন ডেভেলপমেন্ট কর্মসূচির আওতায় টেকসই মৌচাষ উন্নয়ন এবং মৌ পণ্য বিপণনের মাধ্যমে মৌ চাষীদের আয়বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি পরিদর্শন করেন এবং সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন ও পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি মধু পরিশ্রুতকরণ কারখানা পরিদর্শন করেন। তিনি বিভিন্ন বর্জ্য হতে কম্পোস্ট সার উৎপাদন কেন্দ্র ও Hygienic Sanitation Programme পরিদর্শন করেন।

•১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ ঢাকা জেলাধীন সহযোগী সংস্থা **বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এডভান্সমেন্ট (বাসা)** আয়োজিত ব্যবস্থাপনিক ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি **কৃষি ও প্রাণি সম্পদ** ইউনিটের আওতায় বিশেষায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। তিনি মধুপুর, ঘাটাইল ও সখিপুর বন এলাকায় বাসবাসকারী

ভূমিহীন, হতদরিদ্র ও বস্তিবাসীদের জন্যে সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানেটারী ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিও পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থার সখীপুর শাখার সদস্য রুবিয়া খাতুনের পোল্ট্রি ও ডেইরী খামার এবং অতিদরিদ্রদের জন্য স্যানেটারী ল্যাট্রিন ও টিউবওয়েল কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপক জনাব আবুল কালাম আজাদ তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি)-এর কার্যক্রম

মাঠ পর্যায়ে কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬ সিসিসিপি'র আওতায় সর্বমোট ৬৬৭ জন সদস্যের বসতভিটা উঁচু করা হয়েছে। ২০৫টি টিউবওয়েল এবং ১৩৭টি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে বন্যামুক্ত রাখতে ৩টি বন্যা আশ্রয়-কেন্দ্র উঁচু করা হয়েছে। ৭৬৩টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ এবং ৪০৮ জনকে পরিবেশবান্ধব উন্নত চুলা বিতরণ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বিকল্প আইজিএ ধারণা হিসেবে সর্বমোট ৩৩৫ জনকে প্রাকৃতিক জৈব সার উৎপাদন, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন কর্মকাণ্ডের আওতায় ৫৯৭ জনকে ছাগল পালন, ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প সেবা এবং কারিগরি সহায়তা এবং ২৬৫ জনকে হাঁস/মুরগি পালনের ঘর, ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প এবং কারিগরি সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

The Paris Agreement: A Critical Look শীর্ষক জাতীয় সংলাপ

জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশন-এর আওতায় বিগত ৩০ নভেম্বর হতে ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ২১তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (COP21/CMP11) অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যে দুর্যোগ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন পিকেএসএফ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং সিসিসিপি-র প্রকল্প সমন্বয়কারী ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ। বাংলাদেশ তার অবস্থান কীভাবে উপস্থাপন করেছিল, সে বিষয়ে সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সম্মেলন সম্পর্কে জনগণকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করার লক্ষ্যে বিগত ৫ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ অডিটোরিয়ামে The Paris Agreement: A Critical Look শিরোনামে একটি জাতীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ সংলাপে সভাপতিত্ব করেন। সংলাপে জনাব মোঃ আবদুল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ; ড. নূরুল কাদের, যুগ্মসচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

৫ম ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট মিশন

বিগত ১৭-২৮ জানুয়ারি বিশ্বব্যাংকের ৫ম ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট মিশন সম্পন্ন হয়েছে। ২৮ জানুয়ারি মিশনের Wrap-up meeting পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। মিশনের Aid-Memoire (AM)-তে সিসিসিপি'র অগ্রগতি সার্বিকভাবে সন্তোষজনক মন্তব্য করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংক এই প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে নতুন প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুতে সহায়তা প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

প্রকাশনা

সিসিসিপি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ে ৪১টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা তাদের কাজের অগ্রগতি বিষয়ে ৪১টি Brochure প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন করেছে। সিসিসিপি পিএমইউ-এর সহায়তায় বিস্তারিত বিবরণসহ সকল উপ-প্রকল্পের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা সংযোজন করে Building Resilience to Climate Change: A Practical Experience শীর্ষক একটি Booklet প্রকাশনার কাজ শুরু হয়েছে।

Geographic Information System (GIS) প্রতিষ্ঠা

GIS-ভিত্তিক তথ্য সংরক্ষণের জন্য প্রাথমিকভাবে ToR অনুমোদিত হয়েছে। সিসিসিপি প্রকল্পের আওতায় GIS-ভিত্তিক তথ্য সংরক্ষণের একজন পরামর্শক নিয়োগের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত জাতিসংঘ কনভেনশনের আওতায় গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এ পিকেএসএফ-কে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বিগত ১৪ নভেম্বর ২০১৫ Accreditation Application Form পূরণ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে GCF Secretariat-এর ই-মেইলের ভিত্তিতে কয়েক দফায় বিভিন্ন ধরনের তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

নতুন প্রকল্প প্রস্তাবনা

বিশ্বব্যাংক জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য নতুন Concept Note প্রস্তুত করার অনুরোধ করেছে। ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ সমন্বয়ে একটি খসড়া Concept Note তৈরি করা হয়েছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব পরবর্তী অগ্রগতির জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের মাধ্যমে খসড়া Concept Note অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণের পরামর্শ দিয়েছেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে এই Concept Note ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রেরণ করা হয়েছে। ERD থেকে তাদের চাহিদা মোতাবেক Preliminary Development Project Proposal (PDPP) তৈরির জন্য পত্র প্রেরণ করেছে। এর ধারাবাহিকতায় এই Concept Note PDPP আঙ্গিকে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

Pathway To Build Climate Resilient Bangladesh শীর্ষক কর্মশালা

বিগত ৩০-৩১ মার্চ ২০১৬ তারিখে জনাব ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ, ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, প্রকল্প সমন্বয়কারী, সিসিসিপি, পিএমইউ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি এবং ৪১টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রকল্প ব্যবস্থাপক/প্রকল্প সমন্বয়কারীর উপস্থিতিতে Pathway To Build Climate Resilient Bangladesh শীর্ষক একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় সিসিসিপি'র অগ্রগতি, টেকসহিতা, কর্মকাণ্ড সুসংহতকরণ, শিক্ষণীয় বিষয়াবলী, ভবিষ্যৎ করণীয় ও নতুন প্রকল্প পরিকল্পনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কর্মশালা শেষে ৪১টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি

মতবিনিময় সভা

সমৃদ্ধির ৪ বছর : ফিরে দেখা ও ভবিষৎ করণীয় শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভা বিগত ২৬ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, সভাপতি, পিকেএসএফ সভায় সভাপতিত্ব করেন। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) সভায় **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি'র ওপর পরিচালিত ৩টি গবেষণা প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণের বিষয়ে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম তাঁর বক্তব্যে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল ও সু-সংহত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এরপর অনুষ্ঠিত হয় মুক্ত আলোচনা পর্ব। সভাপতি মহোদয় ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। পিকেএসএফ-এর ১১১টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি'র ১৫০ জন ইউনিয়ন সমন্বয়কারীসহ প্রায় ৩০০ জন মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম-এর সমাপনী অনুষ্ঠান

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহযোগিতায় বাংলা-জার্মান সম্প্রীতি কর্তৃক পরিচালিত এবং **হীড-বাংলাদেশে**র সহযোগিতায় আয়োজিত ৩ মাস মেয়াদি **ইন্ডাস্ট্রিয়াল ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং** প্রশিক্ষণ কোর্সের ২য় ব্যাচের সমাপনী অনুষ্ঠান বিগত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ মৌলভীবাজার জেলার পাঁচগাঁও ইউনিয়নের মৌলানা মোফাজ্জল হোসেন মহিলা ডিগ্রী কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন পিকেএসএফ-এর জনাব ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. জাহেদা আহমদ এবং ড. মোঃ জসীম উদ্দিন। অনুষ্ঠানের শুরুতে সদ্য সমাপ্ত (২য় ব্যাচ) প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে মিজ বীথি এবং মিজ আর্নিকা দাশ তাঁদের

প্রতিক্রিয়া জানান। প্রধান অতিথি প্রশিক্ষণার্থীদেরকে উদ্যোক্তা হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। পরিশেষে, প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সে ২টি ব্যাচে মোট ৮০ জন নারী প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৯ জন বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে ও ৩৪ জন আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত ও ৫ জন উদ্যোক্তা হয়েছেন।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

ফেব্রুয়ারি মাসে পিকেএসএফ ভবনে **সমৃদ্ধি**'র ২৫৮ জন স্বাস্থ্য সহকারীর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবিকাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৬ প্রান্তিকে মাঠ পর্যায়ে ৪৩,০৭৮ স্বাস্থ্য কার্ড বিক্রি হয়েছে এবং ১২,২৬৮টি স্ট্যাটিক ক্লিনিক, ২,২৯৩টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও ১৭৩ স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন করা হয়।

শিক্ষা সহায়তা, কারিগরি প্রশিক্ষণ ও যুব উন্নয়ন কার্যক্রম

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিষয়ভিত্তিক মাস্টার ট্রেইনার-এর মাধ্যমে ৫,০০০ জন শিক্ষিকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মার্চ মাসে সম্পন্ন হয়েছে। জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬ সময়কালে ২টি ট্রেডে ৩টি ব্যাচে ৬৫ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ২৩ জন বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে ও ১৯ জনের আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ১ম পর্বের ৪৩টি ইউনিয়নে ৪১৩ জন উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং ২য় পর্বের ১০৭টি ইউনিয়নে ২ জন করে ২১৪ জন উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন করার কাজ চলমান রয়েছে।

সমৃদ্ধি কেন্দ্র ও সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরি

প্রথম ধাপে নির্বাচিত ২০টি ইউনিয়নে ১৬৭টি **সমৃদ্ধি** কেন্দ্র নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে **সমৃদ্ধি**ভুক্ত অবশিষ্ট সকল ইউনিয়নে ৯টি করে মোট ১১৭০টি সমৃদ্ধি কেন্দ্র নির্মাণের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৬১৪টি সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরি করা হয়েছে।

ঋণ বিতরণ কার্যক্রম

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নসমূহে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৮৫ কোটি টাকা। জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৬ প্রান্তিকে ২৪.৩২ কোটি টাকাসহ এই অর্থবছরে এ পর্যন্ত মোট ৬৬.০৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম

বিশেষ সঞ্চয়-কার্যক্রমের আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত ১,৯৮৫ জন সদস্য ১.২৬ কোটি টাকা ব্যাংক হিসাবে জমা করেছেন। এ পর্যন্ত ৩০১ জন বিশেষ সঞ্চয়ের মেয়াদ পূর্ণকারী সদস্যকে ৪৭,১৪,৬৯৫ টাকা অনুদানসহ সঞ্চয় ফেরত দেয়া হয়েছে।

ছাগ প্রজনন কেন্দ্র

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল উন্নত মানের বাচ্চা উৎপাদন ও পরিবেশের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোর ক্ষমতা, ভাল মানের চামড়া এবং সুস্বাদু মাংসের জন্য পরিচিত। সীমিত আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ছাগল পালনকে উপযুক্ত আয়বর্ধনমূলক উদ্যোগ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। দরিদ্র জনগোষ্ঠী সহজেই এই ছাগল পালন করে টেকসইভাবে উপার্জন করতে সক্ষম। কিন্তু কিছু বাস্তব সীমাবদ্ধতা কৃষক সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য এমন সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করছে। এর একটি হলো এলাকায় গুণগত মানসম্পন্ন প্রজননক্ষম পাঁঠার প্রাপ্যতা। গুণগত মানসম্পন্ন **ছাগ প্রজনন কেন্দ্র** না থাকায় বাচ্চা উৎপাদন কমে যাওয়ার পাশাপাশি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জীনগত অবনতি ঘটছে।

এই পরিস্থিতি পর্যালোচনায় **সংযোগ**-এর আওতায় অতিদরিদ্র খানা পর্যায়ে **ছাগ প্রজনন কেন্দ্র** স্থাপন করা হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগ ছাগীর সময়মতো প্রজনন নিশ্চিত করার পাশাপাশি অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় উৎপাদনে সহায়তা করছে। এছাড়া, এটি উন্নত জাতের ছাগলের জাত সংরক্ষণেও সহায়তা করেছে। পিকেএসএফ **সংযোগ** কর্মসূচির আওতায় ২০১৩-১৬ অর্থবছরে অতিদরিদ্র সদস্য পর্যায়ে ১,০৩৪টি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের **ছাগ প্রজনন কেন্দ্র** স্থাপন করেছে। **ছাগ প্রজনন কেন্দ্র**গুলোর প্রত্যেকটিতে ৪টি পাঁঠা (দু'টি পাঁঠা **সংযোগ** হতে অনুদানস্বরূপ গৃহীত এবং ২টি পাঁঠা নিজ উদ্যোগে ক্রয়কৃত) রয়েছে। **ছাগ প্রজনন কেন্দ্র**গুলো ছাগলের প্রজনন সেবা প্রদান করছে। **ছাগ প্রজনন কেন্দ্র** স্থাপনকারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে এবং এতে দৈনিক কমপক্ষে ২০০/-টাকা আয় হচ্ছে। **ছাগ প্রজনন কেন্দ্র**গুলো ছাগীর প্রজনন চক্রে সময়মতো প্রজনন নিশ্চিত করার মাধ্যমে ছোট খামারিদের খামারে ছাগলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। পিকেএসএফ **সংযোগ** কর্মসূচি ছাড়াও LIFT কর্মসূচি, প্রাণিসম্পদ ইউনিট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মসূচির মাধ্যমে **ছাগ প্রজনন কেন্দ্র** কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করছে।

সাতক্ষীরায় সংযোগ কার্যক্রম পরিদর্শন

সংযোগ কর্মসূচির ৯ বছর মেয়াদি কর্মকাণ্ড চলতি বছর জুন মাসে সমাপ্তির পথে। ডিএফআইডি ইতোমধ্যে মার্চ ২০১৬ হতে **সংযোগ**-এর প্রজেক্ট কমপিশন রিভিউ (PCR) কার্যক্রম শুরু করেছে। বিগত ১৯ মার্চ ২০১৬ ডিএফআইডি-এর PCR টীমের সদস্য মি. এডওয়ার্ড ম্যালোরি

সহযোগী সংস্থা **উন্নয়ন প্রচেষ্টা**-র তালা উপজেলাস্থ তালপুকুর মহিলা সমিতিতে **সংযোগ** কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। **উন্নয়ন প্রচেষ্টা** ২০১২ সাল থেকে সাতক্ষীরায় **সংযোগ** কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সমিতির অভাবী (দলিত) জনগোষ্ঠীকে ২০১২ সালে **সংযোগ** কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হয়েছে। অতিদরিদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত এই জনগোষ্ঠী অন্যের জমিতে বসবাস করে। এদের পুরুষেরা এক সময় দিনমজুর ও শূকরের রাখাল হিসেবে এবং মহিলারা অন্যের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করত। এই জনগোষ্ঠীকে স্থানীয় অধিবাসীরা এলাকার জলাশয় ব্যবহার করতে দেয় না। এমন দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে জনাব গোলাম তৌহিদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য একটি গভীর নলকূপ প্রদান করেন।

পাঁঠা পালনে স্বাবলম্বী রিতা

রিতা মণ্ডল খুলনার দাকোপ উপজেলায় বসবাসকারী **হীড বাংলাদেশ** সংস্থার একজন অতিদরিদ্র সদস্য। দিনমজুর স্বামী আর দুই সন্তান নিয়ে রিতা অসহায় জীবনযাপন করছিলেন। ২০১৪ সালে তিনি সংস্থার নলিয়ান শাখার সৈকত মহিলা সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করে ৪টি পাঁঠা দিয়ে **ছাগ প্রজনন কেন্দ্র** শুরু করেন। **সংযোগ** কর্মসূচির আওতায় তিনি অনুদানস্বরূপ ২টি উন্নত জাতের পাঁঠা গ্রহণ করেন এবং অন্য দু'টি পাঁঠা নিজ উদ্যোগে ক্রয় করেন। ছাগলের খামার স্থাপনকারী এলাকার লোকজন রিতার **ছাগ প্রজনন কেন্দ্রে** এসে সেবা নিয়ে যায়। প্রতিবার সেবা নেয়ার বিনিময়ে ৫০ টাকা দিতে হয়। এভাবে রিতা দৈনিক গড়ে ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা আয় করে থাকেন। এই আয় থেকে ৩টি মা ছাগল ক্রয় করে তিনি তার ছাগলের খামার সম্প্রসারিত করেছেন। বর্তমানে তার খামারে ৯টি পূর্ণবয়স্ক ছাগল রয়েছে। **ছাগ প্রজনন কেন্দ্র** স্থাপনের মাধ্যমে বর্তমানে রিতার জীবনে আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে।

ইউপিপি-উজ্জীবিত কার্যক্রম

Ultra Poor Programme (UPP)-Ujjibito কম্পোনেন্ট ১ নভেম্বর ২০১৩ হতে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এই কম্পোনেন্ট প্রধানত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস অর্জনের লক্ষ্যে উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির কাজ করছে, যা সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের উপায় সৃষ্টি এবং পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। এর ফলে দারিদ্র্য যেমন হ্রাস পাবে, তেমনি সদস্যদের জীবনমানের গুণগত উন্নতি হবে। উলিখিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬ প্রান্তিকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়। কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণসমূহ ২৫

জনের ব্যাচভিত্তিক আয়োজন করা হয়। RERMP-2 এবং UPP-Ujjibito উভয় কম্পোনেন্ট-এর সদস্যদের পৃথক ব্যাচে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। শস্য উৎপাদন ও প্রাণীসম্পদ লালন-পালন বিষয়ে প্রধানত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অকৃষিজ প্রশিক্ষণসমূহ প্রধানত ১২ দিন ও ৩০ দিন মেয়াদি হয়ে থাকে। সেলাই/দর্জি প্রশিক্ষণ অধিক দক্ষতার প্রয়োজনীয়তার কারণে ৩০ দিন মেয়াদে আয়োজন করা হয়। বাঁশ বেত/হস্তশিল্প/কারচুপি ইত্যাদি প্রশিক্ষণ ১২ দিন মেয়াদে শেখানো হয়।

কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিনিধিদের মতবিনিময় সভা

উজ্জীবিত কর্ম-এলাকায় প্রকল্পভুক্ত ও RERMP-2 সদস্যদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা সুনিশ্চিতকরণে সহযোগী সংস্থা **টিএমএসএস** ও **ডাক দিয়ে যাই** স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিনিধিদের সাথে ফেব্রুয়ারি ৯-১০ এবং ২৩ মার্চ তারিখে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। **টিএমএসএস**-এর বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়ন ও ধুনট উপজেলার সদর ইউনিয়নসহ মোট ২০টি কমিউনিটি ক্লিনিকের কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার, উপজেলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সহযোগী সংস্থা **ডাক দিয়ে যাই**-এর পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর উপজেলার মোট তিনটি ইউনিয়নের ১২টি কমিউনিটি ক্লিনিকের ১১ জন হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারসহ RERMP-2 এর ২০ জন নারী সদস্য উপস্থিত ছিলেন। কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিনিধিগণ স্থানীয় এলাকার লোকদের বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রাথমিক চিকিৎসাসহ ঔষধ বিতরণ,

মাসিক স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালনা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে উঠান বৈঠক এবং গর্ভবতী ও কিশোরীদের কাউন্সিলিং করে থাকেন। **উজ্জীবিত** প্রোগ্রাম অফিসারগণ তাঁদের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমগুলো সভায় উপস্থাপন করেন। প্রোগ্রাম অফিসারগণ নিয়মিতভাবে সমিতিতে উপস্থিত সদস্যদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বসতবাড়িতে সবজি চাষ, হাঁস মুরগী পালন বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। তাছাড়া গর্ভবতী মহিলার পরিচর্যায় মনিটরিং কার্ড ব্যবহার, কিশোরীদের প্রজনন ও পুষ্টি বিষয়ক কাউন্সিলিং করেন। **উজ্জীবিত** প্রকল্পের পুষ্টি বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগে **উজ্জীবিত** কর্ম-এলাকার কিছু সুনির্দিষ্ট গ্রামে কিশোরী ক্লাব, স্কুল ফোরাম, **উজ্জীবিত** পুষ্টিগ্রাম-এর কার্যক্রম সভায় তুলে ধরা হয়।

SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম

দেশের পশ্চাৎপদ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে চাহিদাতাড়িত দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পিকেএসএফ Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রকল্পের আওতায় প্রথম ধাপে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত পরিবারের সদস্য, তাদের আত্মীয়দের পরিবারভুক্ত সদস্য এবং পিকেএসএফ অর্থায়িত ঋণ কার্যক্রমভুক্ত নয় এমন পরিবারের মধ্য হতে ১০,০০০ তরুণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করা হবে। এ লক্ষ্য পূরণে পিকেএসএফ ২২টি দক্ষ প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করেছে। প্রশিক্ষণ শেষে এ সব প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণার্থীদের চাকুরিতে সংস্থাপনের দায়িত্বও পালন করবে।

কর্মশালা

বিগত ১২ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের-এর সভাপতিত্বে SEIP প্রকল্পের আওতায় **প্রশিক্ষণের জন্য অভিন্ন কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন** বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের যুগ্ম-সচিব এবং SEIP প্রকল্পের উপ-নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ কামাল হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। SEIP প্রকল্পের আওতায় ফাউণ্ডেশনের নির্বাচিত ২২টি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পার্সন এবং কারিকুলাম বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ফাউণ্ডেশন কার্যালয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নির্বাচিত সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য প্রকল্পের Trainee Tracking System (TTS)-এ যথাযথভাবে প্রদর্শন এবং সংরক্ষণের জন্য বিগত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে একটি ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। SEIP প্রকল্পের আওতায় ফাউণ্ডেশন কর্তৃক নির্বাচিত ২২টি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ফোকাল পারসন এবং MIS কর্মকর্তাদের নিয়ে ফাউণ্ডেশন কার্যালয়ে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

বিগত ৩০ মার্চ ২০১৬ ফাউণ্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা)-এর সভাপতিত্বে SEIP প্রকল্পের আওতায় ফাউণ্ডেশনের কার্যক্রম, অর্থ ও হিসাব বিভাগ এবং নিরীক্ষা বিভাগের ৬৪ জন কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে SEIP প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিষয়ক পরিচিতিমূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রকল্প বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ উপস্থাপন করা হয়। চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় ফাউণ্ডেশনের কর্মকর্তাগণের সম্পৃক্ততার বিষয়েও কর্মশালায় আলোচিত হয়।

প্রশিক্ষণ বিষয়ক অগ্রগতি

বিগত জানুয়ারি হতে মার্চ মাস পর্যন্ত SEIP প্রকল্পের ১১টি কোর্সের আওতায় ১০৮১ জনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রশিক্ষণসমূহ হলো: অটোমোবাইল মেকানিক্স, ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়ার্কস, ইলেক্ট্রনিক্স, ফ্যাশন গার্মেন্টস, গ্রাফিক্স ডিজাইন, আইটি সাপোর্ট সার্ভিস, মোবাইল সার্ভিসিং, আউটসোর্সিং, পাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিং, রড বাইন্ডিং এবং ওয়েব ডিজাইন।

PACE প্রকল্পের কার্যক্রম

ইফাদ সুপারভিশন মিশনের প্রকল্প মূল্যায়ন

পিকেএসএফ ও আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর যৌথ অর্থায়নে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন PACE প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ইফাদ সুপারভিশন মিশন মূল্যায়ন করেছে। বিগত ০৩-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সময়ে পাঁচ সদস্যের সুপারভিশন মিশন এই মূল্যায়ন কাজ সম্পাদন করেছে। এটি ছিল প্রকল্পের দ্বিতীয় সুপারভিশন মিশন। পিকেএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রস্তাবনা মূল্যায়ন কমিটির সদস্য ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের

কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকের পাশাপাশি সুপারভিশন মিশন সদস্যরা মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন করে। এ সময় তাঁরা মেহেরপুর, রাজশাহী, সাতক্ষীরা জেলায় প্রকল্পের আওতায় চলমান ক্ষুদ্র-উদ্যোগ কর্মকাণ্ড ও ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিতে মিশন সন্তোষ প্রকাশ করে।

ইফাদ সুপারভিশন মিশনের সমাপনী সভা

বিগত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে ইফাদ সুপারভিশন মিশনের সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব ড. এম. আসলাম আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় পিকেএসএফ-এর পক্ষ হতে জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) এবং জনাব আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রকল্প সমন্বয়কারী, PACE অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় পরিবেশ ও ঝুঁকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্র ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য ২০১৬-এর মার্চ

মাসের শেষ সপ্তাহে একটি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাসহ পিকেএসএফ-এর মোট ১৯ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। ক্ষুদ্র-উদ্যোগের অতিরিক্ত পরিবেশ ও বিধি-বিধান বিষয়ে এ প্রশিক্ষণে সংশিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন অধিবেশন পরিচালনা করেন। ক্ষুদ্র-উদ্যোগ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টিতে এই প্রশিক্ষণ বিশেষ সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আঞ্চলিক কর্মশালা

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক উপ-খাত বিকাশের লক্ষ্যে ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নে সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে PACE প্রকল্পের আওতায় আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। বিগত ২৮, ২৯ ও ৩০ মার্চ ২০১৬ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রংপুর অঞ্চলের সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের নিয়ে তিনটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালা তিনটিতে ৪৪টি সহযোগী সংস্থার ৮৭ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। PACE প্রকল্পের সংশিষ্ট কর্মকর্তা ও ভ্যালু চেইন বিশেষজ্ঞগণ কর্মশালাগুলো পরিচালনা করেন।

সমঝোতা স্মারক

বিগত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

সমঝোতা স্মারকের উদ্দেশ্য হলো, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং সরবরাহকৃত সেবা বিশেষ করে উচ্চ ফলনশীল ধানের

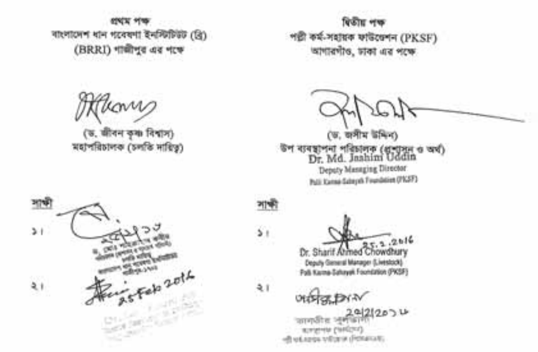

প্রথম পক্ষ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)
(BRRI) গাজীপুর এর পক্ষে

(ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস)
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)

সাক্ষী
১।
২। 25 Feb 2016

দ্বিতীয় পক্ষ
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF)
আগারগাঁও, ঢাকা এর পক্ষে

(ড. জসীম উদ্দিন)
উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
Dr. Md. Jashim Uddin
Deputy Managing Director
Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

সাক্ষী
১। 25.2.2016
Dr. Sharif Ahmed Chowdhury
Deputy General Manager (Livestock)
Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)
২। 25/2/2016

উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে লক্ষভুক্ত কৃষক জনগোষ্ঠীর নিকট সরবরাহ করে তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং BRRI-এর মহাপরিচালক ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীগণের জন্য প্রশিক্ষণ

জানুয়ারি - মার্চ ২০১৬ সময়কালে সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ১৪৭৯ জন কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীকে পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতের আওতায় ১১টি মডিউলের ওপর মোট ৬৭টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; যার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণার্থীদের পর্যায়	ব্যাচের সংখ্যা	মেয়াদ (দিন)	সহযোগী সংস্থা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)	ভেন্যু
উচ্চতর ক্ষুদ্রঋণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	৩	৩	২৯	৩৪	পিকেএসএফ ভবন
আর্থিক পণ্যের নকশা প্রণয়ন ও বহুমূখীকরণ	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	১	৩	১৪	১৫	পিকেএসএফ ভবন
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	১	৩	১৫	২০	পিকেএসএফ ভবন
এনজিও এবং এমএফআইদের জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা	উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	১	৫	১৭	২০	পিকেএসএফ ভবন
এনজিও-এমএফআইদের কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক	১	৫	১৫	২০	পিকেএসএফ ভবন
হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৩	৩	৫০	৫৭	পিকেএসএফ ভবন
সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা	মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	৬	৫	৯৩	১২০	আইএনএম ও পদক্ষেপ, ঢাকা
প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ (ToT)	মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা	২	৫	৩২	৩৪	আইএনএম, ঢাকা
হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	শাখা কার্যালয়ে কর্মরত হিসাবরক্ষক	৬	৪	১০৮	১২৮	আইএনএম ও সিডিএফ, ঢাকা
দারিদ্র্য দূরীকরণে দলীয় গতিশীলতা: সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা	সহযোগী সংস্থার মাঠকর্মী	২৫	৫	১২০	৫৮৮	ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নির্বাচিত ১৪টি বহিঃপ্রশিক্ষণ ভেন্যু
ক্ষুদ্রউদ্যোগ ও মাঝারি উদ্যোগ কার্যক্রম এবং ব্যবস্থাপনা	সহযোগী সংস্থার মাঠকর্মী	১৮	৫	৬৩	৪৪৩	ঢাকার বাইরে নির্বাচিত ১১টি বহিঃপ্রশিক্ষণ ভেন্যু
মোট		৬৭		৫৫৬	১৪৭৯	

পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দের দেশের ভিতরে প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই), গাজীপুর কর্তৃক আয়োজিত **বসতবাড়িতে শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদন** এবং **প্রাকৃতিক উপায়ে সবজি ও আলু সংরক্ষণাগার প্রযুক্তি বাস্তবায়ন** শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে জানুয়ারি ৫-৭, ১১-১৩ এবং ১৭-১৯, ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের ২৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, প্রতিবেদনাধীন সময়ে বিএলআরআই, সাভার, রিগস ইন হোটেল, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, BBTA, ঢাকা এবং IEB Bhaban, ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে পিকেএসএফ-এর নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণের নাম	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের নাম ও পদবি	আয়োজক	মেয়াদ
Feed Base Dairy Production Systems of Bangladesh	ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী, উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রাণিসম্পদ)	FAO এবং নিউজিল্যান্ড সরকার এবং বিএলআরআই	জানুয়ারি ২৩-২৪, ২০১৬
Bangladesh Integration Workshop on the Financial Accessibility and Knowledge Acquisition for Collaborative Partnerships	জনাব মুহম্মদ হাসান খালেদ, মহাব্যবস্থাপক জিতেন্দ্র কুমার রায়, সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব তানভীর সুলতানা, ব্যবস্থাপক	ইফাদ বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক	জানুয়ারি ২৬-২৮, ২০১৬
Capacity Building on Integrated Appraisal of Population Dynamics	জনাব এ. এইচ. এম. আব্দুল কাইয়ুম, উপ-মহাব্যবস্থাপক	পরিকল্পনা কমিশন	মার্চ ১৩-১৬, ২০১৬
Agricultural Financing & Rural Development	জনাব মোঃ আবুল বাসার, উপ-ব্যবস্থাপক	Bangladesh Bank Training Academy	ফেব্রুয়ারি ২৮-মার্চ ০৩, ২০১৬
Business Case and Business Model from Development Intervention	জনাব মামুন উর রশিদ, সহকারী ব্যবস্থাপক	Sustainable Energy for Development (SED)	মার্চ ৯-১০, ২০১৬

পিকেএসএফ ভবনে প্রকল্পের আওতায় নিজস্ব কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ

- ফেব্রুয়ারি ২৮ থেকে মার্চ ০৩, ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ-এর Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্পের আওতায় মূলস্রোত ও প্রকল্পের মোট

১৯ জন কর্মকর্তার জন্য **পরিবেশ ও ঝুঁকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্র ব্যবস্থাপনা** শীর্ষক ৫ দিনব্যাপী একটি কোর্স প্রশিক্ষণ শাখার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে পিকেএসএফ-এর রিসোর্স পারসন ছাড়াও পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, জনাব মোঃ রইছউল আলম মণ্ডল, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ-এর কোম্পানী সচিব জনাব মোঃ মুনির চৌধুরী এবং গ্রীন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. গোলাম সামদানি ফকির অতিথি বক্তা হিসেবে অধিবেশন পরিচালনা করেন।

- Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্পের আওতায় ফেব্রুয়ারি ১৭, ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ এবং মার্চ ০৯, ২০১৬ তারিখে প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থার ক্ষুদ্রউদ্যোগ কর্মসূচির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও এমআইএস কর্মকর্তাগণের জন্য Orientation on reporting Formats for MEs and VCD Activities শীর্ষক প্রশিক্ষণে ১২টি ব্যাচে মোট ১৪৩টি সহযোগী সংস্থার ২৩৯ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে অংশগ্রহণ

- পিকেএসএফ-এর ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের অর্থায়নে পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার ১৪ জন কর্মকর্তা Interventions for Ultra Poor in Sri Lanka বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের জন্য বিগত মার্চ ১৬ থেকে ২২, ২০১৬ তারিখে শ্রীলংকা সফর করেন।
- পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থার ১৩ জন কর্মকর্তা Value Chain Management & Technologies বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের জন্য বিগত মার্চ ২০-২৭, ২০১৬ তারিখে ভিয়েতনাম সফর করেন।

অষ্টাদশ ক্ষুদ্রঋণ শীর্ষ বৈঠকে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অংশগ্রহণ

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বিগত মার্চ ১৪-১৭, ২০১৬ তারিখে আবু ধাবীতে অনুষ্ঠিত 18th Microcredit Summit-এর Serving Our Ageing Clients and Persons with Disabilities শীর্ষক অধিবেশনে বিশেষ বক্তা হিসেবে

অংশগ্রহণ করেন। Arab Gulf Program for Development (AGFUND) এই শীর্ষ বৈঠকের আয়োজন করে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এই সম্মেলনে আগত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং এ বিষয়ে পিকেএসএফ-এর বর্তমান কর্মসূচি বিষয়ে তাদের অবহিত করেন।

ইন্টার্ন কার্যক্রম

জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৫ জন ছাত্রকে ইন্টার্ন হিসেবে পিকেএসএফ-এ কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute of Social Welfare and Research-এর মাস্টার্স পর্যায়ের ০৪ জন এবং Dhaka School of Economics-এর Masters of Economics-এর ০১ জন ছাত্র ছিল।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র

ঋণ বিতরণ: পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ২০৫৮৬.৬৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থায় ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২৩৭১৪৮.৭২ মিলিয়ন টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.০৮ ভাগ। নিচে ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত ফাউণ্ডেশনের ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

কর্মসূচি/প্রকল্প	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহ.সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ-সহ.সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)
মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ (প্রতিষ্ঠানিক ঋণসহ)		
বুনিয়াদ	১৬৮০২.৯০	৩৩৩৪.০৫
জাগরণ	১০১৭১০.১৯	১৮৭৬৯.২৪
অগ্রসর	৩৫৮৫১.৪০	১১৫৬০.৪৮
সাহস	৬৮০.২০	২১৭.০০
সুফলন	৫৯৪৫৪.২০	৬১০৬.১৭
কেজিএফ	৩৮১৫.০০	৮৫৩.০০
সমৃদ্ধি	১৩৯৭.৭২	১০৩৮.০৭
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	২৯৩০.৭৩	১৭.৫৬
মোট (মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ)	**২২২৬৪২.৩৩**	**৪১৮৯৫.৫৮**
প্রকল্পসমূহ		
ইফরাপ	১১২২.৫০	১৫.৫৯
এফএসপি	২৫৮.৭৫	০.০০
লিফট	৬২৮.৩১	২৭২.১৫
লিফট (সহযোগী সংস্থা নয়)	৭৫.৭২	১৭.৫০
এলআরপি	৮০৩.৮০	০.৫৫
এমএফএমএসএফপি	৩৬১৯.৬০	১১৬.৯০
এমএফটিএসপি	২৬০২.৩০	৩.৬০
পিএলডিপি	৫৯৩.৯১	০.০০
পিএলডিপি-২	৪১৩০.১৯	৮৭.৪৭
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠাণিক ঋণসহ)	**৬৭১.৩২**	**০.০১**
মোট (প্রকল্পসমূহ)	**১৪৫০৬.৪০**	**৫১৩.৭৭**
সর্বমোট	**২৩৭১৪৮.৭২**	**৪২৪০৯.৩৪**

কার্যক্রম/প্রকল্প	ঋণ বিতরণ (২০১৪-১৫) ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণ বিতরণ (২০১ ৫-১৬) ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত (মিলিয়ন টাকায়)
বুনিয়াদ	১৩৬২.৮ ০	১৬১৫.০০
জাগরণ	৫৯৯৮.৮০	৬৫৯৪.০০
অগ্রসর	৩৫৮২.২ ০	৪৮০৬.৬০
সুফলন	৫৬১৭ .৫০	৫৯৫৫.৫০
সাহস - ডিএমএল	১০২ .০০	৫২.০০
কেজিএফ	৪৯৯ .০০	৮৪৫.০০
সমৃদ্ধি	২২১ .৪১	৬০৯.৩১
লিফট	৯৯ .১০	১০৯.২৪
মোট	**১৭৪৮২.৮১**	**২০৫৮৬.৬৪**

২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ১৭৬.১১ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এই সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ ২১৪৬.০৩ বিলিয়ন টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার ৯৯.৬৭। ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা সদস্যের সংখ্যা ৯.০৮ মিলিয়ন, যাদের মধ্যে শতকরা ৯১.২৩ জনই মহিলা।

Component-wise Loan Disbursement in FY 2014-15 (Up to Feb-2015) Million Taka

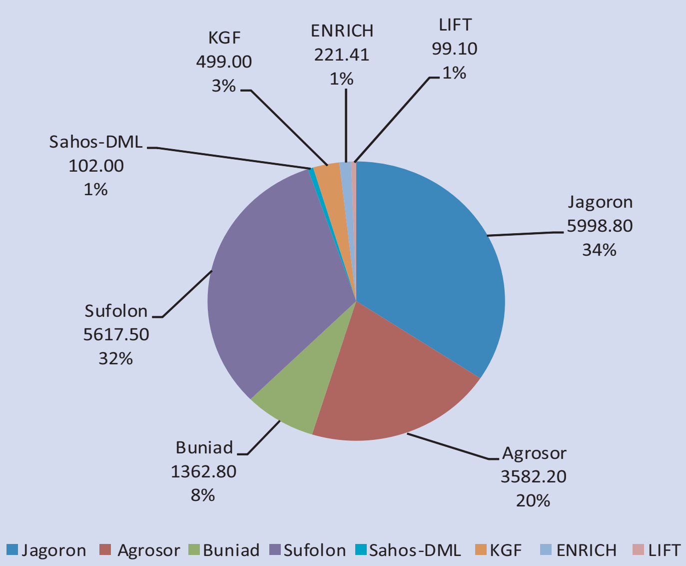

Component-wise Loan Disbursement in FY 2015-16 (Up to Feb-2016) Million Taka

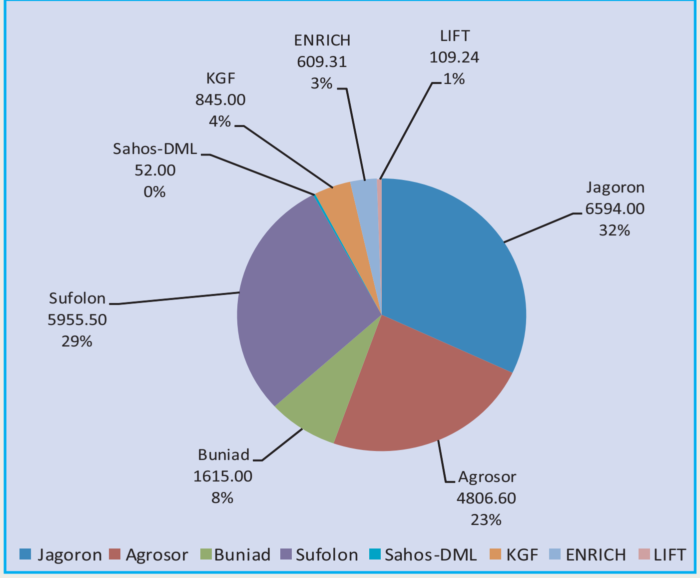

পিকেএসএফ প্রসঙ্গে

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে উন্নয়নের মূলধারা থেকে দূরবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পিকেএসএফ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের এইসব সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বহুমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গত দুই দশকে পিকেএসএফ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে মূলস্রোত কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচিসমূহ মানুষ ও সমাজের চাহিদাসাপেক্ষে নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিবর্ধন এবং সম্প্রসারণ করে চলেছে।

পিকেএসএফ-এর বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	সভাপতি
জনাব মোঃ আবদুল করিম (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ)	সদস্য
ড. প্রতিমা পাল মজুমদার	সদস্য
ড. এ.কে.এম. নূর-উন-নবী	সদস্য
জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ	সদস্য
ড. এম.এ. কাশেম	সদস্য
মিজ. নিহাদ কবির	সদস্য

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেশক	:	জনাব মোঃ আবদুল করিম ড. মোঃ জসীম উদ্দিন
সম্পাদক	:	অধ্যাপক শফি আহমেদ
সদস্য	:	মাসুম আল জাকী শারমিন মৃধা সাবরীনা সুলতানা

বুক পোস্ট

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক কর্মসূচি

দারিদ্র্য দূরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে অতি সম্প্রতি পিকেএসএফ **প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন** এবং **সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া** বিষয়ক দু'টি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে **প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন** কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট **কর্মসূচি ও নীতিমালা** তৈরি করা হয়েছে। এলাকায় প্রবীণদের জন্য সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন, বয়স্ক ভাতা প্রদান, বিশেষ সঞ্চয় ও পেনশন স্কীম গঠন, প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য সম্মাননা ও প্রবীণদের সেবা প্রদানকারী শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান, অতিদরিদ্র প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্যে বিশেষ ঋণ সুবিধা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ,

প্রবীণ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্যারা-ফিজিওথেরাপিস্ট তৈরি, প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য সামাজিক বিশেষ সুবিধা প্রদান বিষয়ক মোট ৭টি কর্মকাণ্ড এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে ১৮টি জেলায় ১৯টি সহযোগী সংস্থার কর্ম-এলাকাভুক্ত ২০টি ইউনিয়নে জানুয়ারি ২০১৬ হতে কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। এ কার্যক্রমের জন্য ৩১টি সুনির্দিষ্ট করণীয় নির্ধারণ করে সম্পাদনের লক্ষ্যে একটি সময়-নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি সংস্থা থেকে একজন করে **ফোকাল পারসন** ও **ইউনিয়ন সমন্বয়ক**-কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত সংস্থাগুলো নির্ধারিত ২০টি ইউনিয়নে মোট ১,০১,৮৬০টি খানা জরিপ করে ৩১,৭৩৪ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছে। যার মধ্যে ১৬,২৮৭ জন পুরুষ এবং ১৫,৪৪৭ জন মহিলা। নির্ধারিত ২০টি ইউনিয়নে ২৭৬টি গ্রাম কমিটি, ১৬৬টি ওয়ার্ড কমিটি ও ১৪টি ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের নির্বাচিত ফোকাল পারসনগণের জন্য গাজীপুরস্থ পূবাইল ইউনিয়নে আয়োজিত **অবহিতকরণ কর্মশালায়** পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জনাব এ. এইচ. এম আব্দুল কাইয়ুম, উপ-মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া, নরসিংদী জেলার পাঁচদোনা ইউনিয়নে **রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)** পরিচালিত প্রবীণ কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন এবং মুন্সিগঞ্জ জেলার আড়িয়াল-বালিগাঁও ইউনিয়নে প্রবীণ কমিটির জন্য **যোগাযোগ ও নেতৃত্ব** শীর্ষক ওরিয়েন্টেশনে জনাব এ. এইচ. এম আব্দুল কাইয়ুম, উপ-মহাব্যবস্থাপক এবং জনাব আব্দুলাহ আল মাহমুদ, সহকারী ব্যবস্থাপক অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ-এর **ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির** প্রাথমিক পর্যায়ে ৯টি জেলায় নির্বাচিত ৯টি সহযোগী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে। নির্বাচিত সংস্থাগুলো নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী অঞ্চল ও মৌসুমভেদে প্রচলিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রেরণ করেছে। সংস্থার প্রেরিত পরিকল্পনাসমূহ একত্রিত করে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করা হবে। ইতোমধ্যে প্রেরিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়েকটি সংস্থা মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে **ইকো-সোসাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)**-এর মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে ঠাকুরগাঁও জেলার ৪টি স্কুলে **টেবিল টেনিস** খেলার জন্য একটি Replicable Model আয়োজন করা হবে। যার সফলতার ভিত্তিতে এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রাসঙ্গিক সহযোগিতার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে Help Age International-এর সাথে পিকেএসএফ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। এছাড়া সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের আওতায় ব্রতচারী চর্চাকে অন্তর্ভুক্ত করে এ বিষয়ক কর্মকাণ্ডকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে পিকেএসএফ, **কচি-কাঁচার আসর** এবং *দৈনিক ইত্তেফাক*-এর মধ্যে বিগত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।